

ভারতের ঐতিহাসিক মুহূর্ত: ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির 46তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব ও হোস্টিং
(ভারত UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির 46 তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবে, 21-31 জুলাই, 2024, নতুন দিল্লিতে হোস্টিং, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রদর্শন করবে।)



একটি যুগান্তকারী উন্নয়নে, ভারতকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির 46 তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব এবং হোস্ট করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, যা 21 থেকে 31 জুলাই, 2024 এর মধ্যে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষটি শুধুমাত্র ভারতের প্রতিশ্রুতির একটি উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতিই নয়। বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য কিন্তু জাতির জন্য তার সমৃদ্ধ ইতিহাস, বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণে চলমান প্রচেষ্টা প্রদর্শনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।

সংরক্ষণের জন্য সহযোগিতা:

2023 সালে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির 19 তম অসাধারণ অধিবেশনের সময় ভারতে 46 তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা হয়েছিল। ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের সাথে পরামর্শ করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একটি প্রস্তাব থেকে উদ্ভূত এই সিদ্ধান্তটি ভারত এবং ভারতের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। ইউনেস্কো শিক্ষা, কলা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিতে বিশ্ব শান্তির উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।

ইউনেস্কোর স্থায়ী উত্তরাধিকার:

জাতিসংঘের সংস্থা হিসেবে, ইউনেস্কো বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি ও সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউনেস্কোর অফিসিয়াল বিবৃতিটি এই সম্মানিত অনুষ্ঠানের আয়োজনে ভারতের ভূমিকার জন্য উত্সাহ প্রকাশ করেছে, যা দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং বিশ্ব ধন সংরক্ষণের জন্য উত্সর্গকে তুলে ধরেছে।

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি: গার্ডিয়ান অফ গ্লোবাল ট্রেজারস

21টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির সনাক্তকরণ, সুরক্ষা, সংরক্ষণ এবং উপস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করার জন্য প্রতি বছর একত্রিত হয়। এই আলোচনাগুলি মর্যাদাপূর্ণ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকায় অবদান রাখে, ব্যতিক্রমী স্থানগুলির একটি ক্যাটালগ যা সর্বজনীন মান রাখে।

ইউনেস্কোর নীতির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি:



2024 সালে ভারতের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির সভাপতিত্ব ইউনেস্কোর নীতিগুলির প্রতি তার প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়া সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী কথোপকথন গঠনে জাতির সম্পৃক্ততা এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রচারের জন্য ইউনেস্কোর মিশনের সাথে সারিবদ্ধ।

বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের প্রদর্শনী:

ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য, তার 42 টি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান দ্বারা উদাহরণ, 46 তম অধিবেশনে কেন্দ্রে স্থান পাবে। বৈশ্বিক ইতিহাস এবং জীববৈচিত্র্যে ভারতের অবদানের প্রশংসা করার জন্য এটি বিশ্বের জন্য একটি অনন্য সুযোগ প্রদান করে।

ইউনেস্কো: বৈশ্বিক সহযোগিতার একটি আলোকবর্তিকা

1. ইউনেস্কোর জেনেসিস:

জাতিসংঘের শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা, সাধারণত ইউনেস্কো নামে পরিচিত, 16 নভেম্বর, 1945 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর সংবিধান 4 নভেম্বর, 1946-এ কার্যকর হয় এবং প্রথম সাধারণ সম্মেলন অধিবেশন 19 নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। 10, 1946, 30 টি দেশের অংশগ্রহণে।

2. ইউনেস্কোর সাংগঠনিক কাঠামো:

ফ্রান্সের প্যারিসে সদর দপ্তর অবস্থিত, ইউনেস্কো 21টি জাতীয় অফিস এবং 27টি ক্লাস্টার অফিসের মাধ্যমে কাজ করে। প্রায় 195টি সদস্য দেশ এবং 8টি সহযোগী সদস্য দেশের সাথে, ইউনেস্কো শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং বিনিময়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শান্তি ও মঙ্গলকে এগিয়ে নিতে বিশ্বব্যাপী দেশগুলির সাথে সহযোগিতা করে।

3. ইউনেস্কোর মূল কাজ:

ইউনেস্কোর প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের সুরক্ষা, শিক্ষা, বিজ্ঞান, জলবায়ু পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক মানবাধিকার সুরক্ষা, বিজ্ঞানের উন্নয়ন, কম্পিউটিং, যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক দিক। সংস্থাটি সদস্য দেশগুলির সাথে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টায় জড়িত, বিশ্বের জনগণের কল্যাণে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি, উদ্যোগ, প্রচারণা এবং সংস্থাগুলিকে সমর্থন করে।

4. ইউনেস্কোর বৈশ্বিক প্রভাব:

ভারত, 1946 সাল থেকে একটি সদস্য দেশ, দুটি ইউনেস্কো অফিসের আয়োজক এবং ইউনেস্কোর উদ্যোগ থেকে উপকৃত হয়েছে, বিশেষ করে তার 42টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের সুরক্ষায়। ইউনেস্কোর প্রভাব সংরক্ষণ প্রচেষ্টার বাইরে প্রসারিত, বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন এবং মঙ্গলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির একটি বিস্তৃত অ্যারেকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ভারতের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক:



1. ভারতের তাৎপর্যের স্বীকৃতি:

বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির 46 তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব ও হোস্ট করার জন্য ভারতের নির্বাচন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং বিশিষ্টতার প্রমাণ। এই ঐতিহাসিক মাইলফলকটি ইউনেস্কোর আদর্শের প্রতি ভারতের উৎসর্গ এবং সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের বৈশ্বিক সংরক্ষণে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে তার ইচ্ছুকতাকে স্বীকার করে।

2. ভারতের জন্য কূটনৈতিক অর্জন:

ইউনেস্কোতে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি বিশাল ভি শর্মা এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি জানানোর ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং ইউনেস্কোর সাথে সহযোগিতা শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ভারতের প্রতিশ্রুতির উদাহরণ দেয়।

3. বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক বন্ধন শক্তিশালীকরণ:

নয়াদিল্লিতে অধিবেশন আয়োজনের সিদ্ধান্ত ভারত ও ইউনেস্কোর মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাবকে প্রতিফলিত করে। এই ইভেন্টটি কেবল সাংস্কৃতিক বন্ধনকেই শক্তিশালী করবে না বরং বৈশ্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাগ করা চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ নিয়ে আলোচনার জন্য একটি প্ল্যাটফর্মও দেবে।

ইউনেস্কোর লক্ষ্যে ভারতের অবদান:

1. বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের সুরক্ষা:

UNESCO-এর সাথে ভারতের অ্যাসোসিয়েশন 1946 সালে যখন এটি একটি সদস্য দেশ হয়ে ওঠে। বছরের পর বছর ধরে, ভারত তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে, যার ফলে 42টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের স্বীকৃতি পেয়েছে।

2. ইউনেস্কোর ভারতের ঐতিহ্যের স্বীকৃতি:

ভারতে 42টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের অন্তর্ভুক্তি হল ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক বিস্ময় পর্যন্ত দেশটির বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের একটি প্রমাণ। এই স্বীকৃতি সার্বজনীন মূল্য সহ বৈশ্বিক সম্পদের রক্ষক হিসাবে ভারতের ভূমিকার উপর জোর দেয়।

3. শিক্ষা ও বিজ্ঞানে সহযোগিতা:

শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতায় ভারতের প্রচেষ্টার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশ্বিক শান্তি ও মঙ্গলকে উন্নীত করা ইউনেস্কোর উদ্দেশ্য। এই ক্ষেত্রগুলিতে ভারত এবং ইউনেস্কোর মধ্যে সহযোগিতা জ্ঞানের অগ্রগতিতে এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

4. জলবায়ু পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক অধিকার:

UNESCO-এর সাথে ভারতের সম্পৃক্ততা জলবায়ু পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক মানবাধিকার সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রসারিত। জাতি সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইউনেস্কোর উদ্যোগকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে যা পরিবেশ এবং

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উভয়কেই প্রভাবিত করে।

ভারতের সভাপতিত্বের বিশ্বব্যাপী প্রভাব:

1. ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাস প্রদর্শন করা:

নয়াদিল্লিতে 46 তম অধিবেশনের হোস্টিং বিশ্বের জন্য ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্বেষণ করার একটি অনন্য সুযোগ উপস্থাপন করে। বিশ্বব্যাপী প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারকরা বৈশ্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ নিয়ে আলোচনা করতে একত্রিত হবেন।

2. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করা:

ভারতের সভাপতিত্ব সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। ইভেন্টটি ঐতিহ্য সংরক্ষণে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভাগ করা দায়িত্ব এবং কৌশল নিয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনার সুবিধা দেবে।

3. একটি বৈশ্বিক নেতা হিসাবে ভারতকে অবস্থান করা:

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির সভাপতিত্ব ইউনেস্কোর নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশ্বব্যাপী নেতা হিসাবে ভারতের অবস্থানকে উন্নীত করে। এই ভূমিকা ভারতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে এবং সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত বৈশ্বিক নীতিগুলিকে প্রভাবিত করতে দেয়।

UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির 46 তম অধিবেশনে ভারতের সভাপতিত্ব একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক যা ইউনেস্কোর নীতিগুলির প্রতি দেশটির উত্সর্গ এবং একটি দায়িত্বশীল বিশ্ব নাগরিক হিসাবে তার ভূমিকাকে প্রদর্শন করে। ভারত যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, এটি মানবতাকে একত্রিত করে এমন সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে রক্ষা এবং উদযাপন করার জন্য দেশগুলির সম্মিলিত দায়িত্বকে শক্তিশালী করে। নয়াদিল্লিতে এই অনুষ্ঠানটি কেবল কূটনৈতিক সম্পৃক্ততার একটি প্ল্যাটফর্ম হবে না বরং বিশ্বের জন্য ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণে চলমান প্রচেষ্টার প্রশংসা করার একটি সুযোগ হবে।